দৈনিক বাংলা

তারিখ 3/9/78
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7
040

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৮৫ : ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

জাতীয়তাবাদী দল

গত শুক্রবার নতুন রাজনৈতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যভিত্তিক এই দলটির আহ্বায়ক কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং।

সাংবাদিক সম্মেলনে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' গঠনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণাকালে দলের আদর্শ, কর্মসূচী ও গঠনকাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে দলের চেয়ারম্যানের বক্তব্য এবং দলীয় ঘোষণাপত্র থেকে। ঘোষণাপত্রে দলের আদর্শ, লক্ষ্য ও নীতিমালার সঙ্গে যুক্ত মোট ৩১টি দফা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উনিশ-দফা কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছিল, তার সবই এতে স্থান পেয়েছে। এছাড়া শ্রম, শিক্ষা, ধর্ম, প্রাকৃতিক সম্পদ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া, পররাষ্ট্রনীতি, সংবিধানের সংশোধিত ধারাসমূহ সংরক্ষণ, অবনত অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দলের মূলনীতিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদভিত্তিক সংহত গণঐক্য, জনগণভিত্তিক গণতন্ত্র ও রাজনীতি, জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি, স্বয়ম্ভরতা ও প্রগতির লক্ষ্য অর্জন এবং সামাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও সবরকম আধিপত্যবাদের প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি লাভকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা থেকে বাংলাদেশের জনগণ একটি পৃথক জাতিসত্তার স্বরূপ লাভ করেছে সুপ্রাচীন কালে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এই চেতনারই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি। আমাদের জনগণ যুগে যুগে এই জাতীয়তাবোধে বিশ্বস্ত থেকেই সংগ্রাম করেছে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ এবং যাবতীয় বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এই জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিতে পরিণত করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে দিয়েছে একটি সংহত শাশ্বত রূপ। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে ধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায়-গোষ্ঠী নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ জনগণের এই সার্বিক ও সম্মিলিত ঐক্যই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রাণসত্তা। আমাদের জনগণের আত্মমর্যাদাবোধ, অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় ধ্যানধারণা এই ঐক্যানুভূতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। জাতীয়তাবাদী দল এই জাতীয় চেতনাভিত্তিক গণঐক্যকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে এবং সবরকম বৈদেশিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে একটি মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে।

অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের সামনে সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানসহ জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পরিপূরণের মধ্যেই রয়েছে জাতীয় স্বাবলম্বিতার চাবিকাঠি। গ্রামের স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের সর্বপর্যায়ে জনশক্তিকে উৎপাদনের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করতে পারলেই আমরা অর্জন করব অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা, কাটিয়ে উঠতে পারব পরমুখাপেক্ষিতা। এতকাল রাজনীতি শহরকেন্দ্রিক এবং মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভীর দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই জনগণ বঞ্চনার শিকার হয়ে এসেছে। গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও একই কারণে জনগণ তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রকৃত সুফল আদৌ ভোগ করতে পারেনি।

জাতীয়তাবাদী দলের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মধ্য দিয়ে জনগণের রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের এই ঘোষিত আদর্শের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। এই দল সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, সম্পদের সুষম বন্টন, সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন, উৎপাদনের মুখ্য শক্তি হিসাবে কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্যে গণমুখী কৃষিনীতি ও গণতান্ত্রিক শ্রমনীতি অনুসরণ, জাতীয় উন্নয়ন কর্মধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্যে উৎপাদনমুখী শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের নীতি অনুসরণ এবং জাতীয় উন্নয়নে নারী সমাজকে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের সুযোগদান প্রভৃতি লক্ষ্য বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা রেখেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার রক্ষাকবচ হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার গঠনের নীতি অনুসরণের পাশাপাশি আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন, সংবিধান সংশোধন এবং অপরাগভাজনিত কারণে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ বা ইমপীচ করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের পূর্ণ সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিচ্ছে জাতীয়তাবাদী দল।

নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত এই নীতিমালা এবং কার্যক্রম থেকেই অনুধাবন করা যায়, এই দল জাতীয় জীবনের প্রতিটি সমস্যাকে স্পর্শ করে জনগণের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বশীল একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলের স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে আমাদের রাজনীতিতে। জাতীয় ঐক্যের প্রকৃত দিশারীর ভূমিকা পালন করবে এই দল, এ প্রত্যাশাই আমরা রাখতে চাই।